বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় করতে হবে।

উপজেলা প্রকৌশলীগণের কার্যকাল

ক্রমিক নং	নাম	হতে	পর্যন্ত
১	একে মোহাম্মদ আলী	১২.১২.১৯৮২	১৯.০৮.১৯৮৭
২	মোঃ হামিদুল হক	১৯.০৮.১৯৮৭	০৯.০৩.১৯৯২
৩	মোঃ শাহাদৎ হোসেন	০৯.০৩.১৯৯২	২৩.০২.১৯৯৪
৪	আব্দুল হামিদ	২৩.০২.১৯৯৪	১৬.০৮.১৯৯৪
৫	আব্দুস সালাম	১৬.০৮.১৯৯৪	১৮.০১.১৯৯৫
৬	ইমদাদুল হক	১৮.০১.১৯৯৫	০৩.০৮.২০০০
৭	এস এম ওয়াজেদ আলী	০৩.০৮.২০০০	০৭.০৮.২০০০
৮	শ্রী সুশীল কুমার দাস	০৭.০৮.২০০০	০৭.১২.২০০৪
৯	মোহাঃ নূহুল ইসলাম	০৭.১২.২০০৪	১৫.১০.২০০৯
১০	এস এম মিজানুর রহমান (চঃ দাঃ)	১৫.১০.২০০৯	২৪.০২.২০১১
১১	মোঃ কামরুজ্জামান (অঃ দাঃ)	২৪.০২.২০১১	২৭.০৪.২০১১
১২	এস এম মিজানুর রহমান	২৭.০৪.২০১১	২৪.০৭.২০১১
১৩	মোঃ হোসেন আলী মীর	১৪.০৭.২০১১	৩০.০৪.২০১৪
১৪	মোঃ সানোয়ার হোসেন	০৪.০৫.২০১৪	বর্তমান

এক নজরে

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা। ৬০ এর দশকে পল্লীপূর্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে কার্যক্রম শুরু করলেও সময়ের পরিক্রমায় এর পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে শহরের সীমানায় রয়েছে এলজিইডির বিশাল কর্মযজ্ঞ।

পল্লি অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ এবং হাট-বাজার ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করতে এলজিইডি যে অবদান রেখেছে তা আজ দৃশ্যমান। দেশের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জনে এসব অবকাঠামোর অবদান অপরিসীম। প্রত্যন্ত পল্লির মানুষ আজ সর্বোচ্চ দুই কিলোমিটারের মধ্যে পাকা সড়ক ব্যবহারের সুবিধা পাচ্ছে। মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লির এসব অবকাঠামো ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি এলজিইডি শহর ও নগর অঞ্চলেও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) কারিগরি সহায়তা প্রদান ও এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা ও দক্ষতা উন্নয়নেও এলজিইডি সম্পৃক্ত।

দেশের কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতেও এলজিইডি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে সারাদেশে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এসব প্রকল্পে স্থানীয় অংশীজনদের অংশগ্রহণে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ফলে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

স্থানীয় পর্যায়ে গ্রামীণ ও নগর অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি এসব অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদান এলজিইডির কর্মতালিকার অংশ। একইসঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে এলজিইডি।

উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে অবকাঠামোর তথ্যভান্ডার, ম্যাপ, কারিগরি বিনির্দেশ (টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন), ম্যানুয়াল ইত্যাদি প্রণয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও কর্মদক্ষতা বাড়াতে সংস্থার নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অংশীজনদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে এলজিইডি।

নিচের চিত্রের মাধ্যমে এলজিইডির কর্ম পরিধি দেখানো হলো -

মিশন এবং ভিশন

এলজিইডির মিশন:

স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নীতকরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করা।

এলজিইডির ভিশন:

এলজিইডি সরকারি সংস্থা হিসেবে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও কার্যকরভাবে নিম্নোক্ত পরস্পরসম্পর্কীত ও সহায়ক কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করবে:

১) সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে জনগণ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় কাজ করবে।

২) কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও অংশীজনদের সেবা প্রদান করবে।

সিটিজেন চার্টারঃ

http://doict.durgapur.rajshahi.gov.bd/site/page/11286950-f575-4536-b8d5-ae14609b2074/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

আমাদের অর্জনসমূহঃ

১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটার ল্যাব ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন
২। বিভিন্ন সরকাি‍র দপ্তরের কর্মকর্তা কমর্চারীদের আইটি বেজ প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা কমর্চারীদের ই-নথি, ই-কোর্ট, ওয়েব পোর্টাল, ইন্টারনেট কানেক্টভিটি বিষয় প্রশিক্ষণ প্রদান
৪। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান
৫। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান
৬। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ডিজিটাল কার্যক্রমে সহযোগীতা প্রদান

কর্মকর্তা + কর্মচারীঃ ছবি + তথ্য

সাম্প্রতিক কর্মকান্ডঃ

আইসিটি অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জন: গত ৩১/০৭/২০১৩ খ্রি. তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন এ অধিদপ্তর গঠিত হয়। সরকার ঘোষিত রূপকল্প -২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নিত করার লক্ষ্যে সরকারের সকল পর্যায়ে আইসিটি-র ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ ও সমন্বয় সাধন এ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ। ইতোমধ্যে প্রধান কার্যালয়, ৬৪টি জেলা কার্যালয় এবং ৪৮৮টি উপজেলা কার্যালয় সেটআপ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের অনুমোদিত মোট ৭৫৬ জন জনবলের মধ্যে ১৯৫ জন আইসিটি অফিসারসহ ২০২ জন কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। ৩৩৩ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ০৪ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা পিএসসি-র মাধ্যমে নিয়োগ প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর (গেজেটেড ও নন-গেজেটেড কর্মকর্তা ও

কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৫" এর গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর দুটি প্রকল্প হতে ২০০ জন আইসিটি কর্মকর্তাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিবেচনায় অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে স্থানান্তর করা হয়েছে। "সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০০০ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান যা জুন ২০১৬ -তে সমাপ্ত হবে।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

উপজেলা কার্যালয়	**১ম শ্রেণি**	**১**
	২য় শ্রেণি	**৩**
	৩য় শ্রেণি	**২**
	৪র্থ শ্রেণি	**২**
	মোটঃ	**৮ জন**

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

কার্যকর উদ্দেশ্য:

১) দেশের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত উচ্চ গতির ইলেক্ট্রনিক্স সংযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা।
২) সারা দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে যথাযথ অবকাঠামো সৃষ্টি করা।
৩) সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের সমন্বয়সাধন।
৪) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো হতে নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের উদ্দেশ্য কার্যকর রক্ষণাবেক্ষন।
৫) সরকারি পর্যায়ে দক্ষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রোফেশনাল সৃষ্টির লক্ষ্যে আইসিটি সার্ভিস সৃষ্টি।
৬) দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির জন্য প্রশিক্ষিত জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
৭) সরকার ও জনগনের সকল স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জ্ঞান সম্প্রসারণ।
8) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট আইন, নীতিমালা, গাইডলাইন ও প্রমিতকরণ প্রস্তুতকরণ।
৯) আইসিটি সেবা ও পণ্যের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইন্টার-অপারেবিলিটি সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষন।
১০)গবেষণা, নিত্য-নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রয়োগে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

কার্যাবলী:

১) সরকারের সকল পর্যায়ে আইসিটি'র ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ ও সমন্বয় সাধন।
২) মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সকল দপ্তরে আইসিটি'র উপযুক্ত অবকাঠামো সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাপোর্ট প্রদান।
৩) সকল পর্যায়ের সরকারি দপ্তরে পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন লোকবল নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন এবং বদলীকরণ।
৪) সকল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির কারিগরী ও বিশেষায়িত জ্ঞান হস্তান্তর।
৫) সরকারি প্রতিষ্ঠান ও জনবলের সমতা উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
৬) তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট জনবলের সমতা উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
৭) তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগণকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ এবং এতদ্বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, বিতরণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।
৮) যন্ত্রপাতি ইত্যাদির চাহিদা, মান ও ইন্টারঅপারেটিবিলিটি নিশ্চিতকরণ।
৯) সকল পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি আত্মীকরণে গবেষণা, উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান।
১০) অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মেধা, অভিজ্ঞতা, যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদা প্রদান ও স্বার্থ সংরক্ষণ।

রেফারেন্সঃ http://doict.durgapur.rajshahi.gov.bd/